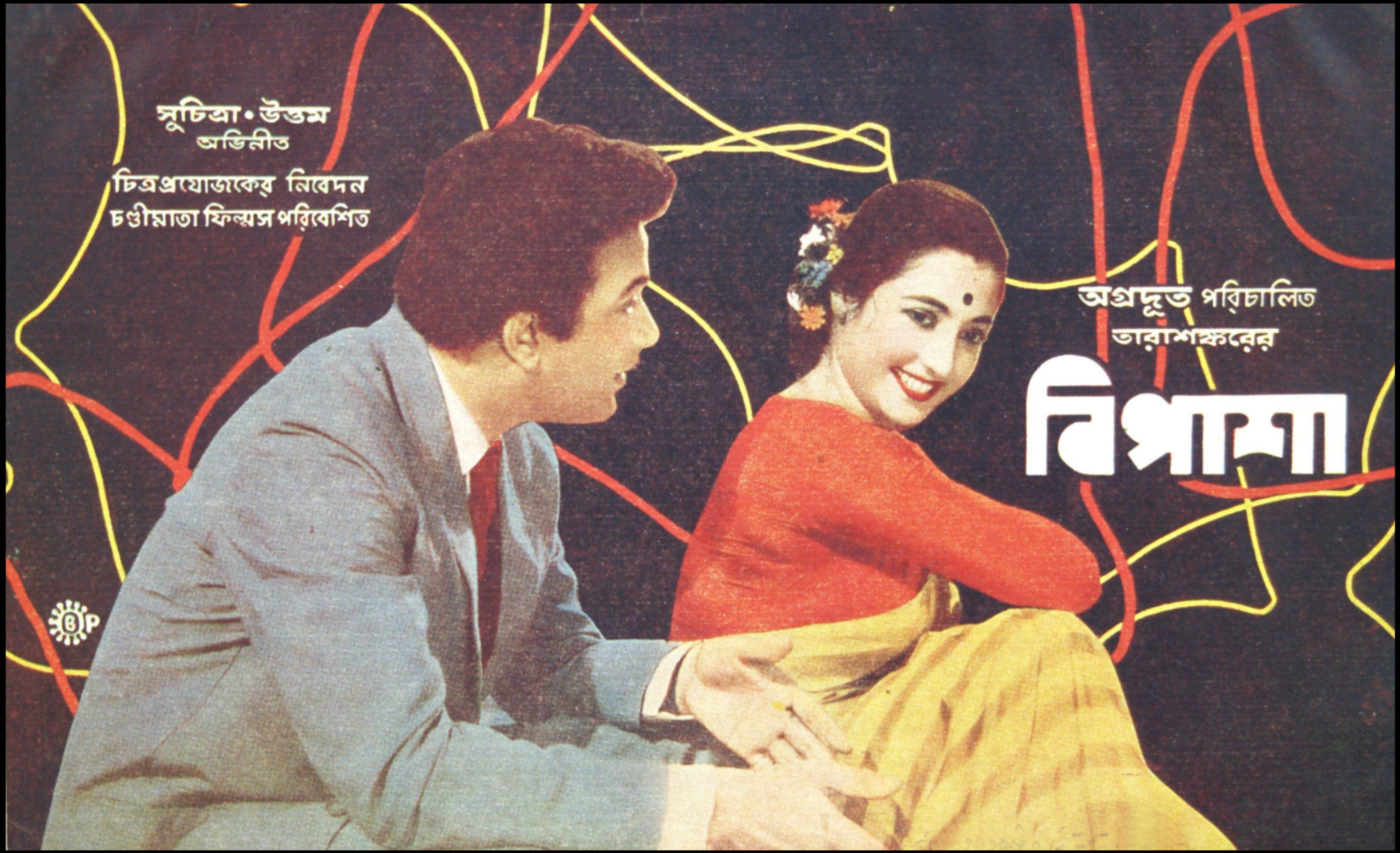
সুচিত্রা • উত্তম
অভিনীত
চিত্রপ্রযোজকের নিবেদন
চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত
অগ্রদূত পরিচালিত
তারাশঙ্করের
বিপাশা

তারাশঙ্কর রচিত **বিপাশা** চিত্রপ্রযোজক নিবেদিত

পরিচালনা : **অগ্রদূত** ● সঙ্গীত : **রবীন চট্টোপাধ্যায়** ● চিত্রনাট্য ও গীতিকার : **গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার**

সংগঠনে

চিত্রশিল্পী : বিভূতি লাহা, বিজয় ঘোষ শব্দযন্ত্রী : যতীন দত্ত সম্পাদক : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় শিল্পনির্দ্দেশক : সত্যেন রায় চৌধুরী প্রযোজনা তত্ত্বাবধাক : সমর ঘোষ ব্যবস্থাপক : নিতাই সিংহ, রমেশ সেন গুপ্ত রূপসজ্জা : বসীর আমেদ সহযোগীতায় : পরিচালনায় : সলিল দত্ত, দেবাংশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদনায় : রমেন ঘোষ চিত্রশিল্পে : অশোকসেন শব্দযন্ত্রে : অনিল পাল, শৈলেন পাল সঙ্গীতে : শশাঙ্ক সোম দৃশ্যসজ্জায় : জগবন্ধু সাউ রূপসজ্জায় : মুক্তীরাম ব্যবস্থাপনায় : সুনীল দাস, জগদীশ পাণ্ডে, শিবাজী দাস আলোক নিয়ন্ত্রনে : কেষ্ট দাস, দুখীরাম নস্কর, জগন ভকত, ব্রজেন দাস, মঙ্গল সিং, বেণু, রামখিলন দৃশ্য-সংস্থাপনায় : কালো দাস নৃত্য-পরিচালনায় : অতীন্দ্র নারায়ণ গাঙ্গুলী উপদেষ্টা : সমর ঘোষ।

শ্রেষ্ঠাংশে : সুচিত্রা সেন ❊ উত্তমকুমার

রূপায়নে : ছবি বিশ্বাস : কমল মিত্র : পাহাড়ী সান্যাল : নীতিশ মুখার্জ্জি : জীবেন বসু : ছায়া দেবী : লিলি চক্রবর্ত্তী : কেতকী দত্ত : আভা মণ্ডল : গ্লোরিয়া ডাউনিংটন তুলসী চক্রবর্ত্তী : সলিল দত্ত : অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য : রথীন ঘোষ : ত্রিলোচন ঝা : বিনয় ত্রিবেদী : নির্ম্মল চাটার্জ্জি : সুচন্দা বিশ্বাস : সুতপা দাস : জোৎস্না দেবী : সমর ঘোষ ভোলা কয়াল : শিবু দত্ত : দিলীপ মিত্র : সুদীপ্তা সাহা : মাতৃপ্রসাদ ব্যনার্জ্জি। নৃত্যাংশ—কুমারী অনীতা : অচ্যুত চ্যাটার্জ্জি : শিখা বাগ : বিজলী : আরতি : সবিতা : মঞ্জুশ্রী : মীরা অনুকা : অঞ্জলী : কুমকুম : ঝর্ণা : চন্দ্রিমা : জয়শ্রী : প্রতিমা : বঙ্গেশ্বর : শম্ভু : অমিত : দেবাংশু : অরুণ : গোপাল : কানাই : চণ্ডী : শিশির।

নেপথ্য সঙ্গীত—সন্ধ্যা মুখার্জ্জী : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য : প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় : তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় : কৃষ্ণা গাঙ্গুলী : ইলা বসু

প্রচার পরিচালনা : ফণীন্দ্র পাল প্রচার শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি স্থির চিত্র : এড্না লরেঞ্জ বিশেষ প্রচার-চিত্র : তারা দাস

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও-এ রিভস্ শব্দযন্ত্রে গৃহীত আর বি. মেহেতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ প্রাঃ লিঃএ পরিস্ফুটিত

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

মাইথন ও পাঞ্চেতের চিত্রাবলী গ্রহণের সর্বাঙ্গীন সাহায্য ও সহযোগীতা দানের জন্য দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ, দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবন ও কনষ্টিটিউসন হাউসের চিত্রগ্রহণের অনুমতি দানের জন্য ভারত সরকার, শ্রীধনঞ্জয় কয়াল, শ্রীমতী গৌরী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদিবা নাথ সেন, স্পোর্টস এণ্ড প্যাষ্টিম, হসপিট্যাল এ্যাপ্লায়েন্স ম্যানুফ্যাকচারিং কোং

চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাইভেট লিঃ পরিবেশিত

কাহিনী সুরু

বিপাশা পাঞ্জাবের একটি বিখ্যাত নদী, আর সেই বিপাশা নদীর তীরে পাঞ্জাবের ছোট্ট একটি গ্রামে 'দাদা-মহাশয়ের বাড়ীতে জন্ম হ'য়েছিল বিপাশার। নামটা রেখেছিলেন তার বাবা নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য। মা বেদবতী ছিলেন পাঞ্জাবী। বিচিত্র জন্ম ইতিহাস বিপাশার!

১৯৪৬ সালে বিপাশার মায়ের মৃত্যু হয়, আর ঠিক তার এক বছর পরেই যখন স্বাধীনতার আনন্দকে ঘিরে দেশে এলো দাঙ্গা, বাবা নগেন্দ্রনাথের হাত ধ'রে শিয়ালকোট থেকে বিদায় নিয়ে হিন্দুস্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল বিপাশা। পথে হামলা দারদের গুলিতে মারা গেলেন নগেন্দ্রনাথ। সর্দার হরদয়াল সিং নামে একজন শিখ মহাপুরুষ উদ্ধার করলেন বিপাশাকে। অমৃতসরে বিপাশাকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়ে সর্দার বিদায় নিলেন। সেখান থেকে শেষ পর্য্যন্ত আশ্রয়হীনা বিপাশা আশ্রয় পেল দিল্লীতে একজন বাঙালী স্বামীজির কাছে। তিনি শুধু বিপাশাকে আশ্রয়ই দিলেন না, বিপাশাকে নিজের মেয়ের মত ক'রে পালন করলেন। সেই স্বামীজির বাংলা স্কুলে পড়াশুনা করতে লাগল বিপাশা। তারপর স্বামীজি একদিন গিয়ে বিপাশাকে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে এলেন একটা মিশনে উচ্চ শিক্ষার জন্যে। সেইমিশন থেকে বি, এ পাশ করল বিপাশা, কিন্তু আজ তার সম্মুখে অকুল অন্ধকার।

দিল্লীর কনষ্টিটিউশান হাউসে থাকে বিপাশার সামাজিক জীবনের একমাত্র বান্ধবী যশোদাবাঈ নামে একটি মারাঠী মেয়ে। তার স্বামী মিঃ তলোয়ারকর দিল্লীতে সরকারী কাজে নিযুক্ত। এখানেই ইঞ্জিনিয়ার দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ে সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ বিপাশার, তবে সেটা একটা মনোমালিন্যের মাধ্যমে। দিব্যেন্দু একটা কবিতা আবৃত্তি করছিল যে কবিতাটা সে লিখেছিল

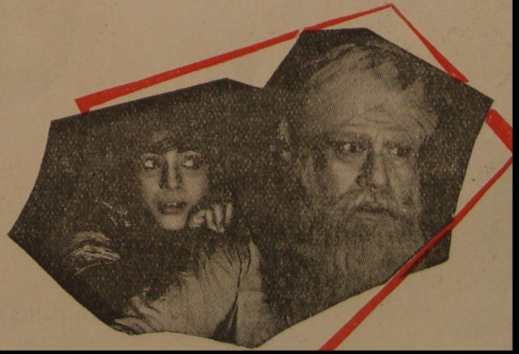

বিপাশা নদীকে নিয়ে ; কিন্তু বিপাশা দিব্যেন্দুকে সহজেই ভুল বুঝলো, কিন্তু বিপাশার ভুল ভাঙ্গবার আগেই দিব্যেন্দু দিল্লী ছেড়ে চ'লে গেল।

এর পর ডি, ভি, সি পরিকল্পিত পাঞ্চেতে। ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের একটা বৃত্তি পেয়ে বিপাশা দিল্লী থেকে এলো পাঞ্চেতের জেনাস মিশনে। এইখানে একদিন মাইথনে অনুষ্ঠিত একটি নৃত্যনাট্য দেখবার নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গিয়ে বিচিত্রভাবে দিব্যেন্দুর সঙ্গে বিপাশার দ্বিতীয়বার দেখা হ'ল। তারপর পারস্পরিক যোগাযোগ এবং আলাপ-সংলাপের মধ্য দিয়ে দুজনেই যেন দুজনের সংস্পর্শে ক্রমেই এগিয়ে এলো।' শুধু সামান্য ভাল লাগাই নয়, দুজনের জীবনের একাকিত্ব যেন আর দুজনকে দূরে সরে থাকতে দিতে রাজি হ'ল না।

তারপর একদিন বিপাশা আর দিব্যেন্দু দুজনকে দুজনের জীবনে বরণ করবে বলে স্থিরও ক'রে ফেলল। কিন্তু বিবাহের রাত্রেই একটা চিঠি পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত দিব্যেন্দু পৌছতে পারল না বিবাহ-বাসরে। কাউকে কিছু না জানিয়ে মাইথন থেকে নিরুদ্দিষ্ট হ'য়ে গেল দিব্যেন্দু।

আর এদিকে দিব্যেন্দুর জন্যে শেষ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা ক'রে লক্ষ্যভ্রষ্টা হবার দুর্ভাগ্যকে অস্বীকার করবার উদ্দেশ্যেই দিব্যেন্দুর নামে সিঁথিতে সিঁন্দুর এঁকে দিল বিপাশা। মনে মনে দিব্যেন্দুকেই তার স্বামী হিসাবে বরণ করে নিল।

দিব্যেন্দুকে চিঠি লিখেছিলেন দিব্যেন্দুর ছোট মামা। দিব্যেন্দু কোলকাতায় তাঁর কাছে এসে জানতে পারল যে, সে তার মায়ের অবৈধ সন্তান। দিব্যেন্দুকে তার দিদিমা বেনারসে যে বাড়ী আর সম্পত্তি দিয়ে গেছেন ন্যায়তঃ সে সব সে পেতে পারেনা, অপমানে লজ্জায় দিব্যেন্দু নিজের গ্লানিময় অস্তিত্বকে নিষ্কলঙ্ক প্রমাণিত করবার সঙ্কল্প করল। মামার কাছে দিব্যেন্দু জেনেছে বাইশ বছর আগে এলাহাবাদ কোর্টে এক চাঞ্চল্যকর মামলার স্বাক্ষী দিতে গিয়ে তার মা লাবণ্য আদালতে স্বীকার করে যে শরবিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে হিন্দুমতে বিবাহ হওয়ার দু'মাস আগে লাবণ্যের আর একজনের প্রতি আসক্তি ছিল—দিব্যেন্দু সেই

ব্যভিচারের ফল।

বিয়ের একমাস পরে শরবিন্দু বিলেত চলে যায় এবং দিব্যেন্দুর পিতৃত্বকে অস্বীকার করে' তার দাদামশাইকে চিঠি লেখে। সেই চিঠি আর মামলার নথি দিব্যেন্দুকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। দিব্যেন্দুকে তার ছোট মামা জানান তার মা আজও জীবিতা আছেন। মামলার পর তার মাকে বাঈপল্লীর দিকে যেতে দেখা গিয়েছিল।

তার নিরুদ্দিষ্টা জননীকে খুঁজে বের করবে এই প্রতিজ্ঞা করল দিব্যেন্দু। এলাহাবাদে খুঁজে খুঁজে বেড়ায় দিব্যেন্দু তার নিরুদ্দিষ্টা মা-কে।

এদিকে দিব্যেন্দুকে খুঁজে বের করবার প্রতিজ্ঞা আর তপস্যা নিয়ে অনুসন্ধানের সূত্রধরে বিপাশা এসে পৌঁছল দিব্যেন্দুর মামার কাছে। দিব্যেন্দুর হঠাৎ নিরুদ্দেশের কারণ জানতে পারল বিপাশা এখানে এসে। দিব্যেন্দুর ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল তার।

অনুমানের ওপর নির্ভর করে বিপাশা দিব্যেন্দুর সন্ধানে এল এলাহাবাদে। নিরুদ্দিষ্টা জননীর সন্ধানে জন্ম কলঙ্কের অসহ্য গ্লানি আর লজ্জা নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত এক তরুণ—

নিরুদ্দিষ্ট দয়িতের সন্ধানে জীবন-যাত্রার নানা ঘূর্ণিপাকে পড়া দুঃসাহসিকা এক তরুনী—

কোথায় শেষ এদের সন্ধানের? কলঙ্কে কালো হয়ে যাবে কি বিপাশার সিঁথিতে এঁকে দেওয়া সিঁদুর?

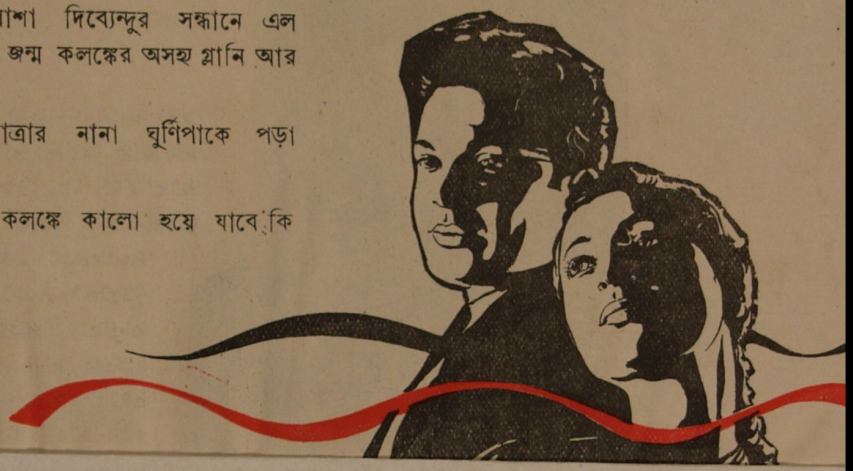

(১)

ক্লান্তির পথ বুঝিবা ফুরালো মোর
বারে বারে শুনি কে যেন আমায় ডাকে
মোর ধূপছায়া আকাশে বুঝি সে
তারা দ্বীপ জ্বেলে রাখে ॥

কত ঝড় কত আঁধার পেরিয়ে এসে
কে জানে হৃদয় কি পেল খোঁজার শেষে
পিছনের ছায়া সমুখে আলোর পানে
অবাক নয়নে আজ শুধু চেয়ে থাকে ॥

নীড় হারা পাখী এবারে যেন গো ভাবে
শান্তির নীড় এতদিনে খুঁজে পাবে ॥

এই তো ঠিকানা এই টুকু শুধু বুঝে
ক্লান্ত চরণ স্বান্তনা পেল খুঁজে
উৎসব যদি জাগেই জীবনে মোর
হাসিতে গেলেই আঁখি কেন মেঘে ঢাকে।

(২)

আমি স্বপ্নে তোমায় দেখেছি
মোর নিশীথ বাসর শয্যায়
মন বলে ভালো বেসেছি
আঁখি বলিতে পারেনি লজ্জায় ॥

জানিনা এ কোন লীলাতে
মন চায় যে মাধুরী বিলাতে
তবু পারিনি তোমারে ভোলাতে
মধুর বধুর সজ্জায় ॥

সুন্দর এই মায়া তিথিতে
মন তুমি ছাড়া কিছু জানে না
যেন এ আবেশ কোন দিন ভাঙ্গে না।

জানিনা তো এই ফাগুনে
আমি জ্বলে মরি কিসের আগুনে
এ কোন খুসীর বিজুরী
শিহরে তনুর সজ্জায় ॥

(৩)

আমি যে বড়্‌কী গড়িয়া
জল ছল ছল কল কল সুরে
চলি মোর মন ভরিয়া।

আমি যমুনিয়া আমি যমুনিয়া
ঢেউ হয়ে শুধু উচ্ছলে আমার হিয়া।

আমি গোয়াই আমি গোয়াই
আয় সবে দামোদরের চরণ ধোয়াই।

আমি খুদিয়া চলি দুলিয়া
সাপিনীর মত চলি ঢেউ তুলিয়া
হরিণীর মত আমি ধরা দিতে জানি না
নুড়ির নূপুর বাজে কোন বাধা মানি না
কে ধরিবি ধর মোরে কে ধরিবি ধর
ধরিতে তোরে এসেছি ওরে
নাম মোর বরাকর ॥

(৪)

রজনী পোহালো মিছে জাগি
বাসর সাজায়ে মিছে জাগি
এল না তো অনুরাগী।

যতনে গাঁথিনু মালা
কাঁটা হয়ে দিল জ্বালা
আমি যে অভাগী
কাঁদি তারি লাগি ॥

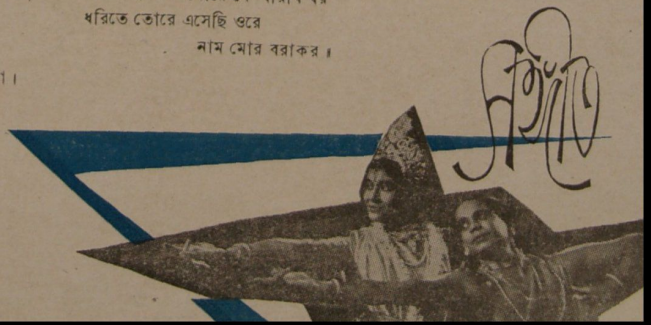

চলচ্চিত্রে আসন্ন.....

রবীন্দ্র প্রতিভার এই
ভিন্নতর সাক্ষর !

বলাকা

অগ্রগামী
পরিচালনা ও প্রযোজনায়

ভূমিকায় :
নন্দিতা বসু
সুপ্রিয়া চৌধুরী
এবং
দুই প্রেমের এক
বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্বে
উত্তমকুমার !

সঙ্গীত পরিচালনা :
সুধীন দাশগুপ্ত

আমাদের
পরবর্ত্তী
রিলিজ..

মুদ্রণে : জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩।